সমকাল

তারিখ 06 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩

আবাসিক এলাকা ছাড়তেই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

■ সাব্বির নেওয়াজ

দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চললেও এবার রাজধানীর অভিজাত আবাসিক এলাকাগুলো থেকে সরতেই হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে তৎপর হয়েছে স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, খুব শিগগিরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরিয়ে নিতে এগুলোর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেবে ইউজিসি। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো সরাতে বাস্তব কারণেই কিছুটা সময় প্রয়োজন হবে বলে তারা মনে করছেন।

ইউজিসিসহ সব শিক্ষা বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের চিঠি

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছরের ১ জুলাই গুলশানে হলি আর্টিসানে জঙ্গি হামলার পর অভিজাত আবাসিক এলাকাগুলোর নিরাপত্তা আরও বাড়ানো এবং রাজধানীর যানজট নিরসনের কথা চিন্তা করে এসব এলাকা থেকে অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেস্তোরাঁ সরানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রথম ধাপে নিজ উদ্যোগে গুলশান, বনানী, মহাখালী ও উত্তরা এলাকার আবাসিক এলাকা থেকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সরিয়ে নিতে গণবিজ্ঞপ্তি দিতে যাচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানের তদারক করা সংস্থাগুলো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান সরানোর জন্য ইউজিসি ও স্কুল কলেজ সরাতে শিক্ষা বোর্ড শিগগিরই গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে তাদের চিঠি দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অপসারণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশের কপিসহ চিঠি আমরা পেয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠান সরাতে পারে কেবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারপরও আমাদের কাছে চিঠি দিয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে অন্যত্র সরে যেতে বলব।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান চিঠি পাওয়ার খবর নিশ্চিত করে সমকালকে বলেন, 'এ ব্যাপারে করণীয় ঠিক করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত নেবেন তারা।'

জানা গেছে, 'ঢাকা শহরের যানজট সমস্যার কারণ ও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান' করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০১৫ সালের ৫ আগস্ট ৩ সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন এমপিকে। অন্য সদস্যরা হলেন– গাইবান্ধা-৪ আসনের এমপি আবুল কালাম আজাদ, ময়মনসিংহ-৮ আসনের এমপি ফখরুল ইমাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, পুলিশ কমিশনার (ডিএমপি), ট্রাফিক পুলিশ, বিআরটিএ, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, ওয়াসা, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

আবাসিক এলাকা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ডিপিডিসি, এলজিইডি, রাজউক, জেকে কোম্পানি, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সাব-কমিটি।

প্রতিবেদনে রাজধানীর যানজট নিরসনে অভিজাত এলাকা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিস সরিয়ে নিতে সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশের আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা গত মাসে শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। একই সঙ্গে নির্মাণাধীন মেট্রোরেলের রুট পরিবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সকাল-বিকেল জোড়-বেজোড় রেজিস্ট্রেশনের বাস চালানো, খেলার মাঠ-পার্কের নিচে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করাসহ ১৯ দফা সুপারিশ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটি দুই বছর অনুসন্ধান শেষে ঢাকা শহরের যানজট সমশ্যার কারণ ও সমাধানের জন্য ওই প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনের ১০নং ধারা 'খ' ও 'ঘ' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– গুলশান, বনানী, মহাখালী এলাকার ব্যাণিজ্যিক অফিসগুলো বারিধারা থেকে জলসিঁড়িমুখী নতুন রাস্তা এবং পূর্বাচল ৩শ' ফুট রাস্তার মধ্যবর্তী সুবিধাজনক স্থানে জমি অধিগ্রহণ করে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্লক তৈরি করে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ ছাড়া মাটিকাটা এলাকায় বাণিজ্যিক ব্লক তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী, লালমাটিয়া, উত্তরায় অবস্থিত বাংলা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যাতায়াতের জন্য অসংখ্য ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন। এ শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কোনোভাবেই অতিরিক্ত ফি আদায় করা যাবে না। প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থায় স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।